ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১২৩২
আগরতলা,২০ আগস্ট,২০১৯

রাজ্য বন্যপ্রাণী পর্ষদের পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী
বন ও বন্যপ্রাণীকে কেন্দ্র করে পর্যটন শিল্পের বিকাশের সম্ভাবনা রয়েছে

ত্রিপুরার বন ও বন্যপ্রাণীকে কেন্দ্র করে পর্যটন শিল্পের বিকাশের বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। এই লক্ষ্যে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য বন এবং পর্যটন দপ্তরকে সমন্বয় রেখে কাজ করতে হবে। দেশ-বিদেশের প্রকৃতিপ্রেমী পর্যটকদের আরও বেশি করে আকৃষ্ট করতেও উদ্যোগ নিতে হবে বন দপ্তরকে। আজ সচিবালয়ের ২ নং সভাকক্ষে রাজ্য বন্যপ্রাণী পর্ষদের এক পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। তিনি বলেন, রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে রাজ্য সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। আগরতলা বিমানবন্দর থেকে সাব্রুমের ফেণী নদী হয়ে বাংলাদেশের কক্সবাজার পর্যন্ত সড়কের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশের সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের কথা হয়েছে বলেও মুখ্যমন্ত্রী জানান। তিনি বলেন, দেশ-বিদেশের পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে আগরতলা বিমানবন্দর হয়ে বাংলাদেশের কক্সবাজার পর্যন্ত দীর্ঘ রাস্তায় যাওয়ার পথে যে সমস্ত ধর্মীয়, প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যটন কেন্দ্র, মিউজিয়াম, অভয়ারণ্যগুলি রয়েছে সেইগুলিকে আকর্ষণীয় এবং উন্নত করে তুলতে রাজ্য সরকার বিশেষভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে। এই ক্ষেত্রে সিপাহীজলা অভয়ারণ্যকে কিভাবে পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলা যায় সেই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বন দপ্তরের আধিকারিকদের পরিকল্পনা গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে বন দপ্তরের যে সমস্ত শীততাপ নিয়ন্ত্রিত অতিথিশালা রয়েছে সেইগুলিকে প্রচারের আলোয় নিয়ে আসতে হবে। পাশাপাশি শীতকালীন সময়ে রাজ্যে যে সমস্ত পরিযায়ী পাখী আসে সেইগুলি সম্পর্কেও রাজ্য এবং দেশের প্রকৃতিপ্রেমী এবং ভ্রমণ পিপাসুদের নজরে নিয়ে আসতে প্রচার অভিযান করতে হবে। তিনি বলেন, দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত জনপ্রিয় আকর্ষণীয় বৃহৎ অভয়ারণ্যগুলির বিভিন্ন দিক অনুকরণ করে রাজ্যের অভয়ারণ্যের উন্নয়নে উদ্যোগ নিতে হবে। প্রয়োজনে নতুন করে অভয়ারণ্য তৈরি করা প্রয়োজন পড়লে তা করার বিষয়েও বন দপ্তরকে উদ্যোগ নিতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী তৃষ্ণা অভয়ারণ্যে বাইসন সাফারি গড়ে তোলার বিষয়টিও আলোচনা করেন। তিনি অভয়ারণ্যগুলির ভেতরে বন্য প্রাণীদের ঘোরাফেরার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ জায়গা উন্মুক্ত রাখার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন। সিপাহীজলা চিরিয়াখানার প্রবেশ এবং বাহির হওয়ার জন্য পৃথক দ্বার তৈরি করার বিষয়েও সভায় গুরুত্ব আরোপ করেন।

সভায় আলোচনাকালে মুখ্যমন্ত্রী নাগাল্যান্ডের ন্যায় রাজ্যেও হর্নবিল উৎসব আয়োজনের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে বন দপ্তরকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে বলেন। এদিনের সভায় মুখ্যমন্ত্রী 'অরিয়োল' নামক একটি সফটওয়্যার-এর উদ্বোধন করেন। এই সফটওয়্যারে ত্রিপুরার ৬০টি বিভিন্ন প্রজাতির পাখির ডাক লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

***২-এর পাতায়

এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী সভায় সিপাহীজলার প্রকৃতি শিক্ষাকেন্দ্রের দ্বারা তৈরি কিশোরদের জন্য গ্রীন অ্যাকটিভিটি নামক একটি বইয়ের প্রকাশ করেন। সভায় ত্রিপুরার চিফ ওয়াইল্ড লাইফ ওয়ার্ডেন ডি কে শর্মা স্টেট ওয়াইল্ড লাইফ বোর্ডের সর্বশেষ সভায় গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে যে সব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, রাজ্যে ভালো সংখ্যক হর্নবিল পাখি রয়েছে। বড়মুড়াতে হর্নবিল সংরক্ষণের স্থান নির্ণয়ের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। এছাড়াও খোয়াই কল্যাণপুরে শকুন সংরক্ষণের স্থান নির্ণয় করার বিষয় সভায় আলোচিত হয়। তার জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার পঞ্চায়েত এবং জনগণকে এ বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে বলে চিফ ওয়াইল্ড লাইফ ওয়ার্ডেন শ্রী শর্মা জানান। এদিনের সভায় তৃষ্ণা ওয়াইল্ড লাইফ অভয়ারণ্য এলাকাতে টি এস ই সি এল-এর দুটি প্রস্তাবিত প্রকল্প বাস্তবায়নে স্টেট ওয়াইল্ড লাইফ বোর্ডের পক্ষ থেকে অনুমোদন দেওয়া হয়। এছাড়া রাজ্য প্রজাপতি হিসেবে Common Birdwing (Troides helena cerberus) প্রজাতিকে ঘোষণার জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়।

এদিনের সভায় বনমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া, মুখ্যসচিব ড. ইউ ভেঙ্কটেশ্বরলু, অতিরিক্ত মুখ্যসচিব মনোজ কুমার, প্রধান মুখ্য বন সংরক্ষক অলিন্দ রস্তোগী, রাজ্য পুলিশের ভারপ্রাপ্ত মহানির্দেশক রাজীব সিং আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া বন দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকগণও পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

*****